14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR. 2[illegible] 1999
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

জাতীয় সংসদে বাংলা ভাষার ব্যবহার

আমার জনৈক শিক্ষক (বাংলা বিভাগের) একদিন বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষা অশুদ্ধরূপে শেখার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে রেডিওতে জাতীয় সংসদের ধারা বিররণী শোনা।' আমি অবশ্য সে স্যারের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর জাতীয় সংসদের ধারা বিবরণী শুনে আমার মনে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে, জাতীয় সংসদে বাংলা ভাষার অপব্যবহার হচ্ছে। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জাতীয় সংসদে সঠিকভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন না। বক্তব্য দেবার সময় অনেকে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটান; শব্দের উচ্চারণ অস্পষ্ট থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ জাতীয় সংসদে আটানব্বই (৯৮) শব্দটি মোট চারভাবে উচ্চারণ হতে দেখা যায়। আষ্টানব্বই, আটোনব্বই, অষ্টনব্বই এবং অটোনব্বই। সংসদ সদস্যগণ অনেক সময় আবেগবশত বক্তব্যের মাঝখানে কবিতার অংশবিশেষ বলেন (কবিতাগুলো অবশ্যই স্বনামধন্য) যেখানেও ভুল থেকে যায়। এর ফলে কবিতাটিসহ কবিদের অপমান করা হয়। পরিশেষে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। এখন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের জন্য তিন মাস 'স্পোকেন বেঙ্গলি'-এর কোর্স পরিচালনা করলে ভাল হয়। নয়ত সালাম, বরকতের বুকের রক্ত ঢেলে দেয়া রক্তের ভাষা বাংলা সংসদে 'অপব্যবহার' হতেই থাকবে। আর দেশের সম্মানিত সংসদ সদস্য তথা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলা বলার নামে বাংলা ভাষাকে কলঙ্কিত করবেন, এমনটাও প্রত্যাশিত নয়।

সিহান উদ্দীন খান
প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ
নটরডেম কলেজ, ঢাকা।